টোকিওতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনঃ জাপানের জাতীয় সংবাদপত্রে সচিত্র প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারীর সকালে টোকিওর নিশিগুচি পার্কের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে এক আন্তর্জাতিক মাত্রার অনুষ্ঠান আয়োজন করে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি (জেবিএস)। অনুষ্ঠানটিতে জাপানী এবং বাংলাদেশীসহ আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ান দেশ সমূহের অনেক প্রবাসী অংশগ্রহণ করেন। এবারে ভাষা দিবস পড়েছিল রবিবারে যার ফলে টোকিওর প্রাণ কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রবাসে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারক, উত্তরণ কালচারাল গ্রুপের ভাষা দিবসের গান দিয়ে। এর পরে নানা দেশের ছেলেমেয়েরা পাতার আকারে কাটা কাগজে নিজের মাতৃভাষায় পছন্দের কথাটি লিখে তৈরী করে একটি ভাষা বৃক্ষ। ফিলিপিনের এক প্রবাসী ছেলে নিজের ভাষায়, সাহস কথাটি পাতায় লিখে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, কারণ তার বিশ্বাস ভাষার প্রতি ভালবাসা মানুষকে সাহস যোগায়। আমেরিকার এক মেয়ে পাতায় লেখে বন্ধু, কারণ সে মনে করে ভাষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এর পরে ক্ষুদ্র জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আবেদন জানাতে মঞ্চে আসে জাপানে সুবিদিত আদিবাসী আইনুদের সাংস্কৃতিক দল - রেলা নো কাই। কবিতা আবৃতি ও গানের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। স্মৃতি চারণ থেকে জানা যায় অতীতে জাপানের প্রাথমিক স্কুলে আইনু ভাষা শেখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, যার ফলে পৃথিবী থেকে আইনু ভাষা বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে আইনু ভাষা সংরক্ষনে এগিয়ে আসার আহবান জানায় তারা।

মঞ্চের অনুষ্ঠানমালার পাশাপাশি, পার্ক চত্বরে প্রদর্শনী তাবুতে ছিল এশিয়ার নানা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে আঁকা ছবির প্রদর্শনী। এই ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা মূলতঃ এশিয়ার প্রতিটি দেশে মিৎসুবিশি কোম্পানী আয়োজন করে থাকে এবং প্রতিটি দেশের সেরা ছবিগুলি জাপানে নিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রদর্শিত মিৎসুবিশির এই ছবিগুলো দেখার জন্য প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে। আবহাওয়া ভাল থাকলেও খোলা চত্বরে শীত ছিল প্রচন্ড। আগতরা যাতে ঠান্ডায় জমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়েন, সে জন্য বিশেষ বিবেচনায় পিঠা ও চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জাপানের তিনটি জাতীয় সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই অনুষ্ঠানটির সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তোশিমা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠানের উপর একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করে সপ্তাহব্যাপী পুণঃপ্রচার করছে। মিডিয়ার এই ব্যাপক প্রচারণার ফলে সারা জাপানে কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষ ভাষা দিবস ও টোকিও শহীদ মিনার সম্পর্কে নতুনভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, টোকিও মেট্রোপলিস ও ইউনেস্কো ফেডারেশ জাপান এর দাপ্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় অয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি প্রতিবছর হবে বলে জানা গেছে। জেবিএস ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান জানান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে জাপানের একটি জাতীয় দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য তাঁর সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।

東京新聞 2010年(平成22年)2月22日(月曜日) 山手 地域の情報 20

「国際母語デー」に豊島区でイベント

消えそうな言葉守ろう

二十一日はユネスコが制定した「国際母語デー（言葉の日）」。豊島区西池袋の池袋西口公園に、バングラデシュやフィリピンの人々が集まり、言葉の日を祝った。

世界の数千の言語のうちには、消えてしまいそうな言葉や使うことを禁じられた言葉もあり、そうした言葉を守るのが趣旨。

この日は、「友情」「勇気」など好きな言葉を、子どもたちが葉の形の紙に書き、舞台上に設けた幹に飾って、言葉の木を作った。またアイヌ民族でつくる「レラの会」がムックリを演奏したり、踊りを披露。フィリピンやミャンマーの子どもたちが歌や詩の朗読をして、母語を守る運動を盛り上げた。

国際母語デーは、一九五二年のこの日、バングラデシュ（当時は東パキスタン）で、ベンガル語を公用語として認めさせようとしたデモに警官隊が発砲し、死亡者が出たことにちなむ。池袋西口公園には、二〇〇五年にバングラデシュから豊島区に贈られた「ショヒド・ミナール」という記念碑があり、母語を守るシンボルとなっている。

日本バングラデシュソサエティのA・シェイク副理事長は「言葉は文化のもと。言葉を守ることで多様な文化が育つ。これからも多文化の交わりの面白さ、大切さを伝えていきたい」と話していた。

টোকিও শিনবুন এ জেবিএস আয়োজিত ভাষা দিবস অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন। ছবিতে গান পরিবেশন করছে উত্তরণ কালচারাল গ্রুপ।

産経新聞

平成22年(2010年)2月22日　月曜日　14版　社会　24

消えゆく言語守ろう
外国人ら池袋で祝典

消失していくさまざまな民族の言語文化を守るため国連教育科学文化機関（ユネスコ）が制定した「国際母語デー」の21日、豊島区の池袋西口公園に、日本で暮らす外国人や少数民族の人たちが集まり、祝典を開いた。

在日バングラデシュ人の団体が主催し、ミャンマー、フィリピン、インド、中国などから来た人々やアイヌ文化を受け継ぐ5人が参加した。

祝いの歌を民族音楽に乗せて披露した後、参加者たちがステージ上に置かれた「言葉の樹」に、さまざまな言語で好きな言葉を書いた紙の葉を飾った＝写真。

世界に残る約6千の言語のうち、半数近くが今世紀中に消失の危機にあるといわれており、1952年に旧パキスタンでベンガル語の公用語化運動のデモ中に犠牲者が出たこの日が言語尊重運動の記念日とされた。

ジャパンバングラデシュソサエティのシェイク・アリムザマンさん(51)は「日本でもアイヌなどいくつかの言語が消失の危機にあると聞いている。民族の文化と誇りを伝えてきた言葉を子供たちに引き継いでいってほしい」と話した。

সানকেই শিনবুন এ জেবিএস আয়োজিত ভাষা দিবস অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন।
ছবিতে ভাষা বৃক্ষে মাতৃভাষার পত্র সংযোজন করছে এক বালক।

朝日新聞

29　東京　北部　14版　2010年(平成22年)2月22日　月曜日

世界の言葉 モニュメント彩る
池袋で「国際母語の日」イベント

様々な言語の振興を通じて多様な文化の共存を目指す「国際母語の日」の21日、バングラデシュ人や日本人、ミャンマー人、米国人らが池袋西口公園に集まり、国際母語の日を祝うイベントを開いた。板橋区のNPO法人「ジャパンバングラデシュソサエティ」が主催した。

国際母語の日は、世界に約6千ある言語のうち、半数近くが21世紀中に消滅の危機にあるとして、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が1999年に制定した。

イベント会場の池袋西口公園には、バングラデシュ政府から2006年に贈られた国際母語の日を象徴するモニュメントがある。集まった子どもたちは、それぞれの母語で「友情」「勇気」「ありがとう」など思い思いの言葉を葉っぱの形をした紙に書き＝写真＝、「言葉の樹」に見立てたモニュメントを作った。

音楽に合わせて踊り出す人もいて華やいだ会場では、不法滞在の親のもと、日本で生まれ育った子どもたちが在留許可を求める場面もあった。

আসাহি শিনবুন এ জেবিএস আয়োজিত ভাষা দিবসে অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন।
ছবিতে একটি প্রবাসী পরিবারকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

রাশেদুল ইসলাম, টোকিও